দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 NOV 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

উন্মুক্ত ভার্সিটিতে সমাবর্তন

সব ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবেঃ প্রধানমন্ত্রী

গাজীপুর, ১৮ নবেম্বর (বাসস)। – প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় একটি বাংলাদেশ উপহার দেয়ার জন্য সকল ক্ষেত্রে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। খবর বাসস'র।

তিনি বলেন, চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একটি মূল্যবান

(৮–এর পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবেঃ প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যম। জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, শিল্প ও বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শনিবার বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিওইউ) প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। গাজীপুরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, গরীব ও মেহনতি মানুষকে আরও দক্ষ ও উৎপাদনমুখী করে তোলার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই কেবল তাদের মানবসম্পদে পরিণত করতে পারে। তিনি বলেন, শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত পল্লী এলাকার অসংখ্য লোকদের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম শমশের আলী এ উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট–উপদেষ্টা আজিজুল হক সমাবর্তন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন। মন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মন্ডলী ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়াসহ সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীরা মিছিল করে হলে প্রবেশ করেন। মিছিলটি হলে প্রবেশের সময় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত বাজানো হয়।

স্কুল অব এডুকেশনের ডীন অধ্যাপক শামসুল কবির ডিগ্রী প্রদানের জন্য প্রায় তিন হাজার গ্র্যাজুয়েটের নাম ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানের পরপরই প্রধানমন্ত্রী মিছিলের অগ্রভাগে থেকে হল ত্যাগ করেন।

গত আগস্টের অনুষ্ঠানে যাদের ডিগ্রী প্রদান করা হয় প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষার জন্য একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি বলেন, বিওইউ সর্বজনীন শিক্ষার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে থাকবে। ইসলাম ধর্মে সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। দেশের সংবিধানেও তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা বিভিন্ন কারণে শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তারা চাকরির স্থলে বা বাড়িতে থেকে যাতে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় পল্লীর মহিলা, গৃহবধু, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মীদের জন্য শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে। তিনি বলেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাসের ব্যাপারে বয়সসীমা বা নির্ধারিত সময়ের বাঁধা নেই। বেগম খালেদা জিয়া বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্মৃতি থেকে সমাবর্তন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল। বিএনপি সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আবারও সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু করেছে। তিনি বলেন, বিএনপি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯২ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। বিওইউ তার লক্ষ্য অর্জনে গত কয়েক বছর ধরে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চাশ হাজারের বেশী ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদান করায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প সময়ে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করার জন্য তিনি বিওইউ'র শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সাফল্যের প্রশংসা করেন।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, নতুন শিক্ষা কর্মসূচী শুরু এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব বেড়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আজ ডিগ্রী পেলেন তারা হয় শিক্ষকতা করছেন বা এই পেশায় যোগদানের জন্য অপেক্ষা করছেন। শিক্ষকতাকে একটি মহৎ পেশা বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা আশা করি, শিক্ষকরা অব্যাহত জ্ঞান অন্বেষণ করবেন। শিক্ষকতায় দক্ষতা অর্জন করবেন। সর্বোপরি পেশার প্রতি থাকবে তাদের সর্বাত্মক প্রতিশ্রুতি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও দক্ষতা ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রেরণা জোগাবে। তিনি শিক্ষকদের 'মানব চরিত্রের স্থপতি' বলে উল্লেখ করে বলেন, জাতিকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষকদের দায়িত্ব রয়েছে। সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) বাণীর কথা উল্লেখ করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ইসলাম ধর্মে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার জন্য খাদ্য, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাদান ও মহিলা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, দশটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশে বর্তমানে একুশটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৮ ভাগ। ১৯৯০ সালে তা ছিল ২৬ ভাগ।

অধ্যাপক শমশের আলী বলেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

মিডিয়া সিন্ডিকেট জানায়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আগমনে পুরো এলাকা আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।

সকাল বেলা থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিএড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে জড়ো হতে থাকেন। যেসব ছাত্র-ছাত্রী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে সনদপত্র পান, তাঁরা যেন বাড়তি এক আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন।

প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে সনদপত্র পাওয়া ঢাকার উত্তরা এলাকাতে বসবাসরত মেধাবী ছাত্রী তাসমিন আহমেদ জানান, তিনি এই প্রথমবারের মত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর নিজ হাত থেকে সনদপত্র পাওয়া একটি ভাগ্যের ব্যাপার বলে উল্লেখ করে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। যাঁরা গ্র্যাজুয়েশন করেছেন তাঁদের বসে না থেকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড করার জন্য অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ছাত্র-ছাত্রীরা মতপ্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে অংশগ্রহণে দিনটি তাঁদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিএড পরীক্ষায় ২,৯৪১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৮৯০ জন শিক্ষার্থী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে করতালির শব্দে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানশেষে ছাত্রছাত্রী ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাঁদের আনন্দমুখর সময়টুকু ক্যামেরায় বন্দী করে রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে করতে চান বলে জানিয়েছেন।